দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 7 JUN 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১০ ...

পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত অপরাধের শাস্তি সকল ক্ষেত্রে গুরুত্ব পাচ্ছে না

রেজানুর রহমান ॥ সভা সেমিনারে সরকারী ভাবে একাধিকবার ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত অপরাধের শাস্তি সকল ক্ষেত্রে কার্যকর হচ্ছে না। বিশেষ করে মাদ্রাসার পরীক্ষার ক্ষেত্রে অপরাধ প্রসঙ্গ মোটেও গুরুত্ব পাচ্ছে না। নকলের দায়ে বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থী সাজা পাচ্ছে; কিন্তু নকলে সহায়তাকারী শিক্ষক-কর্মকর্তাদের অনেকেই কোন না কোন রাজনৈতিক দলের প্রভাব খাটিয়ে সহজেই রেহাই পেয়ে যাচ্ছেন।

১৯৮০ সালের পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত আইনের ধারায় বলা আছে, ভুয়া পরিচয় দিয়ে অন্যের হয়ে পরীক্ষা দিলে ২ বছর, পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্নপত্র ফাঁস করলে ৪ বছর, পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে জড়িত শিক্ষক-কর্মচারী বা অফিসারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কাজে অবহেলা বা দুর্নীতির দায়ে ৫ বছর কারাদন্ড ও জরিমানা করা যাবে। পরীক্ষা সংক্রান্ত অনিয়মের ক্ষেত্রে গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেফতার করা যাবে। পরীক্ষার উত্তরপত্র বাইরে থেকে লিখে

(২য় পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

পাবলিক পরীক্ষা

(প্রথম পৃঃ পর)

এনে মূল উত্তরপত্রের সাথে সংযোগ করলে ২ বছর, নকল সরবরাহ করলে ২ বছর এবং পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বাধা দান করলে বা গোলযোগ সৃষ্টি করলে ১ বছরের কারাদন্ড ও জরিমানা করা যাবে। কার্যতঃ বোর্ডের পরীক্ষায় শাস্তির এই বিধানগুলো মোটেই গুরুত্ব পাচ্ছে না। ৭টি বোর্ডের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় নকল প্রবণতা আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য মাদ্রাসার পরীক্ষায় নকলের চিত্র তেমন বদলায়নি। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ,ন,ম এহছানুল হক মিলন স্বয়ং চট্টগ্রামের গহিরা ও মাদারীপুরে মাদ্রাসার পরীক্ষায় নকলের উৎসব প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক তেমন কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি। বরং পরীক্ষায় নকলের এই বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা শুরু হয়েছে।